গাংনীর মোহাম্মদপুর গ্রামে নবীনবরণ ও নবনির্মিত ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেন, এদেশে জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি, জামায়াতসহ ছোট বড় অনেক দল রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন মত ও আলোচনা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব এবং জনগণের অধিকারের প্রশ্নে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সেই ঐক্যকে কোনোভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবেনা।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মঠমুড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর ফার্স্ট চয়েজ মডার্ন স্কুল, হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা কর্তৃক আয়োজিত নবীনবরণ ও নবনির্মিত ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মোহাম্মদপুর ফার্স্ট চয়েজ মডার্ন স্কুল, হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার চেয়ারম্যান রাশেদ গনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও ২ (গাংনী) আসনের সাবেক এমপি মোঃ আমজাদ হোসেন, আল্লামা দেলোওয়ার হোসেন সাঈদী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শামীম সাঈদী, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ বাচ্চু, বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির জনশক্তি উন্নয়ন বিষয়ক সহ-সম্পাদক অর্পনা রায় দাস প্রান্তি, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাংগাঠনিক সম্পাদক ইছাহাক সরকার, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক আরও বলেন, “বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে খুনি হাসিনা সরকার অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেছিল। তাকে চিকিৎসা থেকে বঞ্ছিত করার ফলে তিনি শারীরিকভাবে শংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি সুস্থ্য হয়ে দেশে ফিরে আবারও বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে গণতন্ত্রের পথে

ফিরিয়ে আনবেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা দেলোওয়ার হোসেন সাঈদীকে মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে চিকিৎসা বঞ্চিত করে হত্যা করা হয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বাবু গয়েস্বর চন্দ্র রায়কে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। খুনি হাসিনা ও আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে এবং জনগণের অধিকারকে বিশ্বাস করেনা। তারা আওয়ামীলীগের বাইরে যারা রয়েছে ,তাদেরকে মানুষ মনে করেনা, দাশ মনে করে, প্রজা মনে করে। তারা এই দেশটাকে তাদের বাবার সম্পত্তি মনে করে। তারা যা বলবে সেটাই মেনে নিতে হবে। এই দেশের অর্থ সম্পদ তাদের বাবার সম্পত্তি। সেটা যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করবে, লুটপাট করে বিদেশে পাচার করবে। হাসিনার আমলের লুটপাট, জনগণের উপর অন্যায় অত্যাচার জুলুমের ফিরিস্তি তুলে ধরতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগবে। তিনি বলেন, খুনি হাসিনার পরিবারের সদস্যদের এখন বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি পাওয়া যাচ্ছে। এদেশে দূর্ণীতি করে সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে। লুটপাটের সেই সম্পত্তি থাকলে আজ বাংলাদেশে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হতো। এদেশের গ্রামীণ জনপদ আজ পিছিয়ে পড়া জনপদ থাকতো না। বাংলাদেশের দারিদ্রতা, অর্থকষ্ট ও অভাব দুর করা যেতো। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থ সম্পদ বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে চাই। এটাই আমাদের ওয়াদা এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি।

ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক বলেন, ঐক্যের প্রতিক বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে ঐক্যের প্রতীক হয়ে সকল দলমত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক করার ক্ষেত্রে যে পথ রচনা করেছিলেন সেই ধারাবাহিকতায় জুলাই-আগষ্ট বিপ্লব হয়েছে। জুলাই আগষ্টের গণঅভ্যুথানের মাধ্যমে আমরা যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ পেয়েছি, তরুণ প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি হিসেবে বলবো, তারেক রহমান দেশ গড়ার যে ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন, বিএনপির সেই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে। ইশরাক আরও বলেন, বিগত তিনটি নির্বাচনে খুনি হাসিনা সরকার, রাস্ট্রের মালিকানা জনগণের একটি করে ভোট, খুনি হাসিনা জনগণের সেই ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। শুধু ভোটাধিকার কেড়ে নেইনি, জুলাই আগস্টে তারা একটি গণহত্যা চালিয়েছে। যেখানে অন্তসত্তা নারীদেরও গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে ৮ বছর বয়সি শিশুদেরও হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে এই খুনি হাসিনার দৃষ্টান্তমুলক বিচার ও সর্বোচ্চ শাস্তি হোক আমরা সেটা চাই।

খুনি হাসিনাকে বাংলাদেশে মাটিতে ফিরিয়ে এনে তাকে বিচার করে যথাযথ শাস্তি দিতে হবে। সেটি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। যারা রাজনীতি করি তারা রাজপথে থাকবো। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের পার্শ্ববর্তি দেশ ভারত এদেশের উপর আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। ভারত যে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে সেই আগ্রাসন রুখে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিএনপি, জামায়াতসহ ছোট বড় অনেক দলের ভিন্ন ভিন্ন মত ও আলোচনা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব এবং জনগণের অধিকারের প্রশ্নে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সেই ঐক্যকে কোনোভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবেনা তিনি আরও বলেন, আমি রাজনীতি শুরু থেকেই সাধারণ জনগণের উপর খুনি হাসিনার অন্যায়, অত্যাচার, জুলমের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

কোনোদিন খুনি হাসিনা ও তার দোষরদের কাছে আত্মসম্পর্ণ করিনি। এসময় তিনি জুলাই আগষ্টের সংগঠিত গণহত্যায় শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। পরে একটি মনোঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট বক্তা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কবির বিন সামাদ। অনুষ্ঠানে এলাকার হাজার হাজার নারী পুরুষ যোগদান করেন।

মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজে নবীনবরণ

মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিনের সভাপতিত্বে এবং গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সারোয়ার হোসেন ও ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক রেক্সোনা খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ এ কে এম নজরুল কবীর।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নবীনবরণ উৎযাপন কমিটির আহবায়ক বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল হামিদ, মেহেরপুর সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথ্যা, মেহেরপুর সরকারী কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক খসরু ইসলাম, সরকারী মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিরাজ উদ্দীনসহ কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে এ অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করা হয়। দিনব্যাপী কলেজের এ নবীনবরণ উপলক্ষ্যে কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আনন্দ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। কলেজ ক্যাম্পাস আজ রঙ্গিন সাজে সজ্জিত হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা তাদেরকে বরণ করে নেয়ায় খুব খুশী ও আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল। নবীন শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেয়া হয়। এছাড়া শিক্ষা ক্যাডার থেকে যোগদান করা শিক্ষকদের ও বরণ করে নেয়া হয়। কলেজের বিএনসিসি ও গার্ল ইন রোভার স্কাউটস গ্রুপের সার্বিক শৃঙ্খলায় অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশ চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠেছিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্য মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নজরুল কবীর বলেন, শিক্ষাকে আনন্দময় করতে সহপাঠ্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী ও আকর্ষনীয় করতে এবং শিক্ষায় আগ্রহী করতে এ জাতীয় অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। শিক্ষাকে আনন্দময় করে তুলতে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করতে এবং সামনের দিকে এগিয়ে নিতে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষার কোন শর্টকাট পদ্বতি নাই। অনুশীলন ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের সাফল্য আমাদের গর্ব করে আমাদের আনন্দ দেয় বলে তিনি জানান। সুন্দর বাংলাদেশ গঠনে, রাস্ট্র ও সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে সবাইকে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহবান জানান। তিনি জানান শিক্ষাকে উপভোগ করতে হবে। সত্যিকারের মানবিক মানুষ হওয়ার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কলেজের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে নাচ, গান, কবিতা আবৃতিসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে মনোমুগ্ধকর নাচ ও গানে শিক্ষার্থীরা আনন্দ উপভোগ করে।

গাংনীর করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীনবরণ, বাইসাইকেল বিতরণ

গাংনী উপজেলার করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ের সভাপতি এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শুরুতে নবীন ও বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এসময় বিদ্যালয়ের ১৬ জন অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাই সাইকেল বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষর্থী ও অভিভাবকববৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি প্রাচির নির্মাণ কাজের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি। এসময় ব্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইবিতে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নবীনবরণ

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ও বাংলাদেশ ডিস্ট্রিবিউশন এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সুরেকা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী অজয় সুরেকা বলেছেন, ট্যুরিজম সেক্টরে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এবং নিজেদেরকে দক্ষ করে স্বাবলম্বী হতে হবে।

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পঞ্চম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

বাংলাদেশের ট্যুরিজম সেক্টরে অপার সম্ভাবনার এবং নিজেদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার বিষয়েও বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি।

ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রফিকুল ইসলোর সভাপতিত্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি প্রফেসর ডক্টর শেখ আব্দুস সালাম, প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেইন ভূঁইয়া, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দ্বীন প্রফেসর মোঃ সাইফুল ইসলাম, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডক্টর মোঃ মাহবুবুল আরফিনসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী

সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিলাল হোসেন এর সভাপতিত্বে উক্ত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত ভিক্টোরিয়ান জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠদান সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ও অনান্য প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া করে দেশে ও বিদেশে নিজ যোগ্যতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাচ্ছে এবং তারাই এ স্কুলের সুনাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমি আনন্দিত হয়েছি যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও এ স্কুলের সকল শিক্ষকদের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বই পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিল আরা চৌধুরী সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার শিক্ষকমন্ডলী, অভিভাবক ও ছাত্রবৃন্দ।